সংবাদ

তারিখ 12 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে ফিটলিস্ট অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে

● ২৭৮টি আবেদন জমা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে

রাকিব উদ্দিন

সরকারি কলেজে অপেক্ষাকৃত দক্ষ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই দুটি পদে পদায়নের জন্য শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একটি 'ফিট লিস্ট' তৈরি করছে তিন সদস্যের বাচাই-বাছাই কমিটি। ফিট লিস্টধারীদের মধ্য থেকেই মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব পদে নিয়োগ পেতে ইতোমধ্যে ২৭৮ জন কর্মকর্তা আবেদন করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বর্তমানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে কোন নিয়মনীতি কিংবা সিনিয়রিটি মানা হচ্ছে না। কেবল প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি, আমলা ও সংশ্লিষ্ট স্তরের ব্যক্তিদের ডিও লেটার, স্বজনপ্রীতি ও তদবিরের পরিপ্রেক্ষিতেই এই দুটি পদে শিক্ষক পদায়ন করা হচ্ছে। মূলত কলেজের এই দুটি পদই প্রশাসনিক। কিন্তু অনেক কলেজেই প্রশাসনিকভাবে দক্ষ কর্মকর্তাদের পদায়ন করা যাচ্ছে না। এমনকি অনেক অধ্যক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো ছুটিতে যাচ্ছেন, কলেজেও আসছেন না সময়মতো। অনেক ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের মধ্যে বিরোধও চরমে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। এ জন্যই ফিট লিস্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) মফিজুল ইসলাম গতকাল সংবাদকে বলেছেন, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের চূড়ান্ত কৌশল নির্ধারণে আগামী ২১ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভা আহ্বান করা হয়েছে।

তিনি জানান, ফিট লিস্টে থাকা কর্মকর্তাদের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি কলেজ-মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দিলে 'তদবির' বন্ধ হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে বিসিএস সাধারণ পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

পরীক্ষা : নেয়া
(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেছেন, 'একাডেমিক কার্যক্রম জোরদার করতে সরকারি কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে অপেক্ষাকৃত সৎ, মেধাবী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে একটি নীতিমালাও থাকা উচিত। প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকে খুশি তাকেই অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়' বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যক্ষরা জেলা প্রশাসক না কি মাউশি'র থেকে ছুটি নিবেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, 'তাদের জবাবদিহিতার জায়গা হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। তারা মাউশি'র মহাপরিচালকের কাছ থেকেই ছুটি নিবেন। জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে তাদের ছুটি নেয়ার প্রশ্নই আসে না'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বর্তমানে দেশে সরকারি কলেজ আছে ২৫৪টি। সরকারি মাদ্রাসা আছে চারটি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আছে ১৪টি, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট আছে ১৬টি, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে পাঁচটি এবং সরকারি মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে একটি। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে অধ্যক্ষদের পদ আছে। কিন্তু ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ও ৬০টি কলেজে উপাধ্যক্ষের কোন পদই নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আহসানুল জব্বার গতকাল সংবাদকে জানান, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের ফিট লিস্ট তৈরির জন্য আবেদন চাওয়া হলে মোট ২৭৮ জন আবেদন করেছেন। এর মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে ২১৬ জন এবং ডাকযোগে ৬২ জন আবেদন করেছেন। একাডেমিক যোগ্যতা, সততা, দক্ষতা, দেশপ্রেম, সাহস, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) বিবেচনা করে ফিট-লিস্ট তৈরি করা হবে বলেও তিনি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ অনুষদের কর্মকর্তারা জানান, অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য অধ্যাপক/সমমর্যাদার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহযোগী অধ্যাপক ও সমমর্যাদার পদধারী শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা আবেদন করেছেন। উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেতে আবেদনের সুযোগ পেয়েছেন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সমমর্যাদার পদধারীরা। চাকরিতে কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তারা অধ্যক্ষ পদে এবং ১৫ বছর অধিজ্ঞতাধারীরা উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন। এই পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর সংক্ষিপ্ত কোর্সধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ফিট লিস্ট তৈরির নীতিমালায় বলা হয়েছে, অবসর উত্তর ছুটিতে যাওয়ার এক বছর আগে সরকার প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে যে কোন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করতে পারবে। ফিট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত পিএইচডি ডিগ্রিধারী অধ্যাপককে যে কোনো ক্যাটাগরির কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করা যাবে। ফিট লিস্টে থাকা সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে সি, ডি ও ই ক্যাটাগরির কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করা হবে। এই তিন ক্যাটাগরির কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দুই বছর কর্মকর্তারা এ ও বি ক্যাটাগরির কলেজে নিয়োগ পাবেন।

মফিজুল ইসলাম বলেন, সরকারি কলেজের প্রশাসনিক এই পদটিতে প্রশাসনিকভাবে দক্ষ, যোগ্য লোক দিতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন করা যাবে না। যোগ্য ব্যক্তিকে তার দক্ষতার প্রমাণ নিয়ে দায়িত্বে আসতে হবে। তবে কোন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্ধারিত কলেজে যোগদান না করলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।